Date of Publication : 1st September, 2012 **Price : Rs. 2**

VOL-2, Issue 6 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ ষষ্ঠসংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১২ | ভাদ্র - আশ্বিন ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ
প্রার্থনার শক্তি — ১
রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্টতম কবি — ২
স্মরণিকা — ৪
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৫
বিশেষ অনুষ্ঠান — ৫
২০১২ অক্টোবর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৫
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৭
সভ্য-সভ্যা ও নতুন সভ্য — ৮
নৈশ বিদ্যালয় সংবাদ — ৮
Income Tax Exemption — ৮
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি — ৯
AGM Notice — ৯

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

প্রার্থনার শক্তি

আজ বিশ্বজুড়ে কেবলি আতঙ্ক আর আতঙ্ক। অশান্ত জীবন জুড়ে ভয় আর ভয়। কখনও প্রাণের অশঙ্কা, কখনও দেশজুড়ে রাজনৈতিক অশান্তি, কখনও সন্ত্রাসের ভয় কখনও বা প্রতিযোগীতায় হেরে যাবার চিন্তা।

আর সেই ভয়ের তাড়নায় আমরা অবিরত ছুটে চলেছি পথে বিপথে। এই আমাদের বর্তমান যুগের জীবন যাত্রা, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Life style। সেই ভয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে যেখানে পারছি মাথা খুঁড়ছি। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন দেবদেবী।

কিছু "বাবা" ও "মা", যাঁরা নাকি কিছু পূজা দিলেই এই সমস্ত রকম ভয়ের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। অন্ততঃ তাই আমরা মনে করি। আর জীবন জুড়ে এই ভয় আতঙ্ক আশঙ্কার সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ ধর্মের নামে ব্যবসা করে চলেছে। জীবনের এই সব ভয় ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় আমরা নিয়ত স্থানে অস্থানে মাথা খুঁড়েই চলেছি। সত্যিই কি তাতে কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি!

কিন্তু মন শান্ত করে যদি কিছুক্ষণ সেই বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা করি, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট সব যদি সেই বিশ্ব পিতার চরণে সমর্পণ করে বলি, তুমি আমাদের পিতা, সুখ দুঃখ সবই তো তোমারি দান, তুমি আমাদের শক্তি দাও যেন আমরা সমস্ত দুঃখ আঘাত সহ্য করতে পারি। শান্তি দাও, যা মঙ্গল তাই আমাদের দাও, আমরা তোমারই শরণ নিলাম।

সেই প্রার্থনার শক্তিতে অশান্ত মন শান্ত হবে, হয়ত সত্যিকারের পথের হদিস পাওয়া যাবে।

মনে হবে আমার পিতা আছেন, ভয় কি আমার! নিজেকে উজার করে দিই সেই বিশ্বদেবতার পায়ের কাছে। বলি পিতা নোহসি, তুমি আমাদের পিতা তুমি আমাদের বিনাশ করো না।

তোমার কাছে আমার সকল দুঃখ, সুখ, চিন্তা, ভাবনা, সমর্পন করছি, ভয় থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর, মঙ্গল কর।

"যাহা ভাল তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ"।

পিতা নো বোধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধ তুমি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে দাও। আর আমাদের কীসের ভয়, কীসের শঙ্কা।

প্রার্থনার শক্তি তাই সকলের বড় শক্তি। শতবার মাথা খুঁড়েও সত্যিকার কিছু পাওয়া যায় না, বুকের রক্ত আহুতি দিয়েও কিছু কি পাওয়া যায়? কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে সেই বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা করলে, মন শান্ত হয়, দুঃখের ভিতরে যে তাঁর কোন মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে তা অনেকসময় উপলব্ধি করতেও পারা যায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, যখন তিনি উপবীত পরিত্যাগ করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প তখন তাঁর মা সে কথা জেনে কান্নাকাটি করে তাঁকে কাতর অনুরোধ করেন যেন তিনি উপবীত ত্যাগ না করেন। অন্যান্য আত্মীয়েরাও বলতে লাগলেন, তিনি এ কাজ করলে "মা মরিবেন, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন"।

একদিকে নিজের মনে উপবীত ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প ও অন্যদিকে পিতামাতার চিন্তা, এই দুই দ্বিমুখী স্রোতের মাঝে এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দে তিনি যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, চিন্তায় ভাবনায় যখন তাঁর শরীর ভগ্নপ্রায়, তখন তিনি এই যন্ত্রনাকাতর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তাঁর ভাষায় বলি, "এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, আপনার বিচার ও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম। প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম 'তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর। কি আশ্চর্য্য, কিছুদিনের মধ্যে, হৃদয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা কোথায় যেন পলাইয়া গেল। আমার মনে বল ও উৎসাহ আসিল। উঠিতে, বসিতে, শুইতে কি এক অপূর্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে লাগিলাম। কে যেন বলিতে লাগিল "তোমার কাজ আছে তোমাকে চাই। তুমি অগ্রসর হইয়া চল।" আমি আমার পত্রে পিতাকে এই কথা লিখিয়াছিলাম। তিনি পড়িয়া নিশ্চয় হাসিয়া থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম।"

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার এমনি শক্তি। ভগ্নহৃদয়ে, ভগ্নশরীরে, ভগ্ন মনে যখন নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে হয়। তখন ঈশ্বর চরণে এই প্রার্থনা আমাদের শরীরে বল দেয়, মনে আশ্বাস দেয়। আবার আমাদের পূর্ণোদ্যমে উঠে দাঁড়াবার শক্তি দেয়। নব বলে বলীয়ান হয়ে আবার জীবনের কঠিন পথে চলবার জন্য প্রস্তুত হই।

হে পিতা, পিতা তুমি আমাদের সেই শুভবুদ্ধি দাও যেন সমস্ত সুখ দুঃখ তোমার চরণে সমর্পন করে একমাত্র তোমার কাছেই প্রার্থনা করতে পারি। সেই প্রার্থনায়ই আছে শান্তি। সেইতো প্রার্থনার শক্তি।

তোমার উপাসনায় আমাদের হৃদয় শান্ত হোক তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি।

— শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম কবি

'অমিয় তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে, পেয়েছিলে এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্য আমি তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি। এরকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছে আশা করিনে।' (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) অমিয় চক্রবর্তীর একেবারে সমবয়সী (দুজনেরই জন্ম ১৯০১ সালে) আর একজন কবির অনুল্লেখ এখানে চোখে পড়ার মতন - কারণ তিনিই দীর্ঘ দিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের দুজনের একত্র বিদেশ ভ্রমণ ঘটেছে এবং তাঁকেও (অমিয় চক্রবর্তীর মতন) রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। এই অপরজনের নাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তবু অমিয় চক্রবর্তীকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনোন্যভাবে ঘনিষ্ঠতম 'সঙ্গী' ও সহযাত্রীরূপে বরণ করেছেন তাঁর অন্যতম কারণ সম্ভবত তাঁর নিজের কবিমনের থেকে সুধীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বরক্তিম মানসের সুদূরবর্তিতা। পক্ষান্তরে, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের নিগূঢ় চেতনা রবীন্দ্রনাথের চেতনার সঙ্গে অভিন্ন। জীবনের মূল প্রত্যয়সমূহের ক্ষেত্রেও তিনি রবীন্দ্রনাথেরই অধমর্ণ এবং এই প্রত্যয়সমূহই তাঁর কাব্যের প্রেরণা ও অন্তঃসার। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বারো বছরের

কবিতার মতন তাঁর কবিতাতেও সমসাময়িক বাস্তব জীবনের সব কণ্টকময় জটিলতা এক স্থির ইতিবাচক প্রত্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে। কলা কৌশলের নূতন তন্ত্র, প্রকারণগত বৈচিত্র্য, উপাদানের আয়তন ও বৈচিত্র্য, ভাষার চমকপ্রদ ভঙ্গিমা — এই সব আবরণ ভেদ করে আমরা উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী একই মানসলোকের অধিবাসী; অধ্যাত্মবোধ-চিহ্নিত এই মানসজগৎ তাঁর বা তাঁদের সমকালীন অন্যান্য কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। রবীন্দ্রকাব্যের সগোত্র এক শুচিশুভ্র পবিত্রতা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও পরিব্যাপ্ত। তাঁর কবিতায় আদিরসের নিশ্চিহ্ন অনুপস্থিতি রবীন্দ্রকাব্যের চাইতেও বেশি প্রকট। জীবন সম্বন্ধে একটা ইতিবাচক চেতনা নিয়ে ... অমিয়বাবু সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করেছেন। তাঁর এই চেতনা নিগূঢ়ার্থে রবীন্দ্রনাথেরই; জীবনের মৌন প্রত্যয়গুলির জন্যে নিঃসন্দেহেই তিনি শেষোক্তের অধমর্ণ। তবু রবীন্দ্রনাথের তীব্র আবেগ, অমিয় চক্রবর্তীর স্পর্শাতুর অনুভূতিতে বৈশাখী আনলনা কেন? ... বাল্যকালে পরাধীন রবীন্দ্রনাথ উত্তরজীবনে নিরন্তর অভিব্যক্তির মধ্যে দিশাহারার মতো নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছেন, সোল্লাসে ঘোষনা করেছেন নিত্যনবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দ, আর পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তী শান্তি পেয়েছেন বিনীতভাবে গুরুদেবের অনুসরণ করে .... অত্যন্ত সচেতন ও সপ্রতিভ হয়েও আশ্চর্য নির্বিরোধ তাঁর প্রকৃতি। (অরুণকুমার সরকার ঃ 'অমিয় চক্রবর্তী মন')।

জীবনদর্শনের দিক থেকে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সমন্বয়। প্রকরণের অভিনবত্ব সত্ত্বেও তাঁর যে ধ্যানীমূর্তি তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে তাঁর সঙ্গে শেষপর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তর্গূঢ় চিন্ময়সূত্র অনায়াসেই আবিষ্কার্য।

পথ চলতেই যে আত্মা ফলগ্রাহী হয়ে ওঠে আর ভূমাতেই যে বোধের অতলতা — রবীন্দ্রনাথের এই জীবনবেদ তাঁর সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত; আবার মাটির শ্যামলেই যে জীবনের পরিপূর্ণ সম্পদ — গান্ধীজির এই সরল অভিজ্ঞানই তাঁর সুদৃঢ় অবলম্বন।' (অরুণকুমার সরকার ঃ তদেব)

কিছু উদাহরণ ছাড়া বক্তব্য পরিস্ফুট হবে না, সুতরাং যে স্থির ইতিবাচক প্রত্যয়ের কথা আগে বলা হয়েছে তার অভিব্যক্তি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বের কবিতায়, পরে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লক্ষ্য করব ঃ—

(১) ..... দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে —
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধুলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।

(রবীন্দ্রনাথ ঃ আরোগ্য)

(২) মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবেনা গায়েতে কাঁটা।
আকাশে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন - মোহ,
ভাষা হারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ —
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা
সঙ্গী হারানো পাখি উড়িয়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনের বেঁচে থাকা
— মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

(অমিয় চক্রবর্তী ঃ অভিজ্ঞানবসন্ত)

প্রকাশ ভঙ্গি এক নয়, প্রকরণ ভিন্ন; তবু যে কোন সচেতন পাঠকের কাছে উভয় কবিতার মূল প্রত্যয়ের অভিন্নতা ধরা পড়বে। এই অভিন্নতা বা প্রত্যয়গত সাযুজ্যের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা এর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত এক কবি ও কবিতার প্রতিতুলনা আনি ঃ—

১৯৪৫ (অংশ)
নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে;
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে?

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ সংবর্ত)

একেবারে সমবয়সী এই দুই কবির পূর্বোদ্ধৃত কবিতা দুটি যে কাছাকাছি সময়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এ সংবাদও ঔৎসুক্যজনক। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের আরোগ্য ও ঐ একই পটভূমিতে রচিত; এর প্রকাশকাল মার্চ ১৯৪১। (ক্রমশঃ)

—ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

৫ই সেপ্টেম্বর	(১৯৯৭)	—	মাদার টেরিজার ১৫ তম তিরোধান দিবস।
১১ই - ২৭শে সেপ্টেম্বর	(১৮৯৩)	—	শিকাগো ধর্ম মহাসভার ১১৯ তম বার্ষিকী।
১৩ই সেপ্টেম্বর	(১৯১০)	—	কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের ১০২ তম তিরোধান দিবস।
১৬ই সেপ্টেম্বর	(১৯৭৭)	—	ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও সমাজের প্রাক্তন সদস্য সুধীরঞ্জন দাসের ৩৫ তম তিরোধান দিবস।

২২শে সেপ্টেম্বর	(১৯৭৪)	—	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩৮ তম তিরোধান দিবস।
২৬শে সেপ্টেম্বর	(১৮২৮)	—	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৪ তম তিরোধান দিবস।
২৭শে সেপ্টেম্বর	(১৮৩৩)	—	রাজা রামমোহন রায়ের ১৭৯ তম তিরোধান দিবস।
৩০শে সেপ্টেম্বর	(১৯১৯)	—	আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ৯৩ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১২ সেপ্টেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ২রা সেপ্টেম্বর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- প্রেমময়ী মাদার টেরিজা
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী সুস্মিতা বসু
রবিবার ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- কান্তকবি রজনীকান্ত সেন
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত
রবিবার ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১২	—	আচার্য	- ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- রাজা রামমোহন রায়
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

১৭৯ তম রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস ২০১২

বৃহস্পতিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ময়দানে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ অর্পণ,
সকাল ৮-৩০ টা প্রার্থনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।
আচার্য - শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী
সঙ্গীত - ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

—ঃ ২০১২ অক্টোবর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৭ই অক্টোবর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- স্যার নীলরতন সরকার, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা গান্ধী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুধীরঞ্জন দাশ
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ১৪ই অক্টোবর ২০১২	—	আচার্য	- শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেন ও আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ২৯শে জুলাই ২০১২ রবিবার হরিনাভী ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে অপরাহ্ন ৪-৩০টায় প্রয়াতা স্নিগ্ধা দাসগুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ সুনন্দা (রাখী) রায়চৌধুরী এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী সুচিত্রা ব্যানার্জী, শ্রীপর্ণা গুহরায়, রুচিরা চ্যাটার্জী, শ্যামশ্রী নন্দন, দীপবতী ব্রহ্ম। জীবনী পাঠ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী শুভশ্রী নন্দন (কন্যা) ও শ্রীমতী মিত্রা সরকার। অনুষ্ঠানে আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঃ

বিগত ১১ই আগষ্ট ২০১২ শনিবার সতীশ মেমোরিয়াল হলে শ্রীসৌমেন রায় ও শ্রীমতী শর্বরী রায়ের কন্যা শ্রীমতী শরণ্যা রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে প্রার্থনা করেন মাতামহী শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অণমিত্রা দাসগুপ্ত।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত আগষ্ট মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস (প্রথম রবিবারে) স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর (প্রথম রবিবার), শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী (দ্বিতীয় রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবর সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, অনুরাধা বসু, দেবাশীষ বসু ও সুমন মজুমদার। দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অঞ্জনা গুহ, বিজয়লক্ষ্মী দাস, রত্না মুখার্জি, মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, উদিতা রায়, মৃদুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহিতা ভট্টাচার্য্য, অনুরমা ভট্টাচার্য্য, শর্মিলা দে, খুকু রায়, শ্যামলী সেনগুপ্ত, সুস্মিতা নাথ, লক্ষ্মী খাস্তগীর, অবন সাহা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ঃ

বিগত ১৫ই আগষ্ট ২০১২, বুধবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে ৬৫ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রার্থনা করেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী পাল এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুবীর পাল ও সহশিল্পীবৃন্দ।

১৮৪ তম ভাদ্রোৎসব (১৪১৯) ঃ

বিগত ১৯শে আগষ্ট ২০১২ (২রা ভাদ্র ১৪১৯) রবিবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে ১৮৪ তম ভাদ্রোৎসবের উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা।

বিগত ২৩শে আগষ্ট ২০১২ (৬ই ভাদ্র ১৪১৯) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে ১৮৪ তম ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্তের পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, রীণা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী রায়, জয়ন্তী নাথ, মিত্রা দেব, মৌসুমী চ্যাটার্জী, প্রণতি মজুমদার, অনুলেখা ব্যানার্জী, সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা গুহ, রত্না মুখার্জী, খুকু রায়, নুপুর নন্দী, অনুরাধা বসু, শুক্লা দাসগুপ্ত, তাপস কুণ্ডু, মলয় দাস, সুরজিৎ ধর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ব্যানার্জী ও সুমন মজুমদার। যন্ত্রানুষঙ্গে শ্রীবীরেশ্বর ভৌমিক ও শ্রীগুরুদাস চক্রবর্তী।

বিগত ২৬শে আগষ্ট ২০১২ (৯ই ভাদ্র ১৪১৯) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে ভক্ত কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও প্রেমময়ী মাদার টেরিজার স্মরণে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অর্চনা ভৌমিক ও সহশিল্পীবৃন্দ।

বিগত ২৮শে আগষ্ট ২০১২ (১১ই ভাদ্র ১৪১৯) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে ১১৫ তম ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে ও ১৮৪ তম ভাদ্রোৎসবের শান্তিবাচন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শ্যামলী সেনগুপ্ত, সুহিতা ভট্টাচার্য্য, শর্মিলা দে, বিজয়লক্ষ্মী দাস, শ্রীচন্দা ব্যানার্জি, সুস্মিতা নাথ, অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, নুপূর নন্দী, রত্না মুখার্জি, অঞ্জনা গুহ, উদিতা রায়, মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকু রায়, মৃদুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মী খাস্তগীর, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভীক ঘোষ, অবন সাহা, মলয় দাস।

সঙ্গতসভা ঃ

বিগত ১২ই আগষ্ট ২০১২ রবিবার অপরাহ্ন ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভাকক্ষে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় সঙ্গত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রমসংশোধন ঃ বিগত আগষ্ট ২০১২ সম্মিলন বার্তায় সঙ্গত সভার তারিখ ৮ই জুলাই ২০১২ পরিবর্তে ৮ই আগষ্ট ২০১২ ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত (পেস্ট কন্ট্রোলের ব্যয় বাবদ) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৯৯); শ্রীপ্রতীপ কুমার সেন ও শ্রীমতী অঞ্জলি সেন (পেস্ট কন্ট্রোলের ব্যয় বাবদ) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮০৯); শ্রীমতী মন্দিরা চক্রবর্তী — ৩০০ টাকা (র/নং ২৮১৭); শ্রীমতী মমতা দাসগুপ্ত (ভাদ্রোৎসব এবং ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে জলযোগের ব্যয় বাবদ) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮২৮)।

সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure) দান ঃ শ্রীঅমিয় প্রকাশ গুহ — ৫০১ টাকা (র/নং ২৭৯৫); শ্রীমতী মালবিকা ঘোষ — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৯৬); শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৯৭); শ্রীমতী অঞ্জনা গুহ — ২০০০ টাকা (র/নং ২৭৯৮); শ্রীসৌমেন দত্ত — ১৬৬০ টাকা (র/নং ২৮০২); শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮০৩); শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায় — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৮০৪); ডঃ রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮০৫); শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দাস — ১০০ টাকা (র/নং ২৮০৭); শ্রীমতী উদিতা রায় — ১০০ টাকা (র/নং ২৮০৮); শ্রীপ্রতীপ কুমার সেন ও শ্রীমতী অঞ্জলি সেন — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮০৯); শ্রীমতী শুক্লা নাগ — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮১১); শ্রীসন্দীপ বসু ও শ্রীমতী সুস্মিতা বসু — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮১২); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮১৪); শ্রীমতী সুনন্দা মজুমদার — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮১৫); শ্রীপ্রণব রায় — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮১৬); ডাঃ অরুণ কুমার দাস — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮১৯); শ্রীঅনুপম চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী মৌসুমী চ্যাটার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮২০); শ্রীমতী বিজেত্রী দাসগুপ্ত — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮২১); শ্রীঋতুরাজ দাসগুপ্ত — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮২২); Mohandevi Tarneja Memorial Trust — ১০,০০০ টাকা (R/No. 2824); শ্রীপৃথ্বীরাজ দাসগুপ্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮২৫); ডঃ মধুশ্রী ঘোষ — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮২৭)।

ভাদ্রোৎসবে দান ঃ শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত — ১৫০ টাকা; শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত — ১০০ টাকা; শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায় — ১০০ টাকা; শ্রীমতী সুনন্দা রায়চৌধুরী — ১০০০ টাকা; ডঃ রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় — ১০০ টাকা; শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস — ১০০ টাকা; শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত — ২০০ টাকা; শ্রীসন্দীপ বাসু — ০০০ টাকা; শ্রীসঞ্জীব মুখর্জি — ১০০ টাকা; শ্রীমতী অঞ্জলি সেন — ১০০ টাকা; শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী — ১০০ টাকা; শ্রীপ্রবীর রঞ্জন দাসগুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং ২৮০৬) মোট ২১৫০ টাকা; ডাঃ অরুণ কুমার দাস — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮১৮); শ্রীমতী সুনন্দা রায়চৌধুরী (টুনুদি) — ২০০ টাকা (র/নং ২৮১৩)।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ ডঃ রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াতা ভগ্নী রূপশ্রী চন্দের ১৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২২০)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শর্বরী রায় (কন্যা শ্রীমতী শরণ্যা রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮১০)।

—।। সভ্য-সভ্যা ।—

সমাজের পুরাতন সদস্য শ্রীপ্রবীর ধর — ১০০০ টাকা (র/নং ৬৩৯); শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য — ১০০০ টাকা (র/নং ৫৭৯); শ্রীমতী রুচিরা মুখার্জি — ১০০০ টাকা (র/নং ৫৮০); শ্রীমতী অঞ্জনা দাস — ১০০০ টাকা (র/নং ৫৮৪) ও শ্রীমতী লীলা রায় — ১০০০ টাকা (র/নং ৫৮৯) নিজস্ব চাঁদা তহবিল (Mos Fund) এ প্রদান করেছেন।

—।। নতুন সভ্য ।।—

সমাজের কার্যকরী সভার অনুমোদনক্রমে শ্রীসলিল হাজরা বার্ষিক চাঁদা — ১০০ টাকা (র/নং ৬৩০); শ্রীগৌতম নিয়োগী বার্ষিক চাঁদা — ১০০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিলে (Mos Fund) ১০০০ টাকা (র/নং যথাক্রমে ৬৩২ ও ৬৩৩) এবং শ্রীবিশ্বরূপ ধর বার্ষিক চাঁদা — ১০০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিলে (Mos Fund) ১০০০ টাকা (র/নং ৬৪৪) প্রদান করে নতুন সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন সভ্যদের আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

—ঃ নৈশ বিদ্যালয় সংবাদ ঃ—

বিগত ৩১শে জুলাই ২০১২ শ্রীময়ূখ চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী অলকানন্দা চ্যাটার্জীর পুত্র শ্রীমান আহীর চ্যাটার্জীর নবম জন্মদিনে নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কেক উপহার দিয়ে পিতামহী শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী পৌত্র শ্রীমান আহীরের জন্মদিন পালন করেন।

INCOME TAX EXEMPTION

Certificate for the exemption u/s 80G (5) (vi) of I.T.Act 1961 (Renewal) has been extended for a further period of 3 years by the office of the director of Income Tax (Exemption) Kolkata towards Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr. Rajendra Road, Kolkata-700 020. The exemption is valid for Assessment Year 2009-10 to Assessment Year 2011-12, through letter No. DIT(E)966 8E/195/03-04 dt. 2.3.09 of Director of Income Tax (Exemption)/ Kolkata.

This exemption is valid for assessment year 2009-10 to 2011-2012 and have been extended in perpetuity unless specifically withdrawn, vide Circular No. 7/210 [F.No. 197/21-2010-ITA-I] dt. 27.10.2010.

—ঃ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

"ব্রাহ্মধর্মের উৎস থেকে মোহনায়" গ্রন্থটি সংশোধিত মূল্যে (৩০০ টাকায়) ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ অফিসে পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা সমাজ অফিসে যোগাযোগ করে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

Brahmo Sammilan Samaj

1A, Dr. Rajendra Road, Bhowanipur
Kolkata-700 020

NOTICE

The Annual General Meeting of the Samaj for the year 2011-12 will be held on Sunday 30th September, 2012 at 10.00 a.m. in the Prayer Hall of the Samaj.

Eligible members (*) are earnestly requested to be present.

AGENDA :

1. To confirm the proceedings of the last Annual General Meeting.
2. To adopt the Annual Report for the year 2011-12.
3. To adopt the Audited Accounts for the year 2011-12.
4. To appoint Office-bearers and eleven Ordinary Members of the Governing Body for the year 2012-13.
5. To appoint Auditors for the year 2012- 13.
6. To authorise the Secretary to select an Assistant Secretary for the year 2012- 13.
7. To enhance the donation amount of the ceremonies to be held in the Samaj Premises.
8. To consider any other matter that may be brought before the meeting with the approval of the Chairman of the meeting.

Prasun Ganguly

1st September, 2012 Hon. Secretary

(*) Eligible Members : The members may kindly note the Rules quoted below :-

Rule 14 : A Member of one year's standing from the date of his/her enrolment shall be entitled to the rights of membership.

Rule 15 : The power and privilege of the Members of the Samaj are the following :-

a) A Member of the Samaj is entitled to take part in such election as provided in Rules 44 to 53 of the Permanent Minister, the Office-bearers and the Ordinary Members of the Governing Body at the Annual General Meeting of the Members of the Samaj.

b) At the Annual General Meeting or at a Special Meeting of Members, a Member is entitled to make comments on the work done by the Samaj, and to bring forward proposals about the advancement of such work, for subsequent consideration by the Governing Body.

c) A Member of the Samaj with requisite qualifications is entitled to stand for election as provided in Rule 53, as Auditor of the Samaj and also to scrutinise the accounts of the Samaj, after giving at least a week's notice to the Secretary.

d) Only **Aunsthanik** Members of the Samaj are eligible for election or appointment as Members of the Governing Body (vide Rules 29, 30, 43 and 53).

Rule 18 : If the arrears still remain unpaid for at least three years, the Governing Body may, if they think fit, remove the defaulting Member from the list of Members. But even if borne on the list, he/she shall not be entitled to powers and privileges (vide Rule 15) until he/she has paid up his/her arrears. If the arrear subscription is paid within the last date of submission of Nomination Papers, the Members shall be entitled to all powers and privileges as stated in Rule 15.

* * *

(Please clear your Annual Subscription, if not already paid)

Notes on Agenda Items Forming Part of the Notice

Notes on Items 2 & 3 : Copies of the Annual Report and the Audited Annual Accounts will be available for the Members on and from 22nd September, 2012 in the Samaj Office between 6.30 p.m. and 8.00 p.m.

Note on Item 4 : The following nominations have been made by the Governing Body for the year 2012-13 under Rule 49 of the General Rules of the Samaj and are hereby circulated under the said Rule 49 :

Permanent Minister : Sri Sanjib Mookerji (Appointed for 3 years from 2012-13 to 2014-15).

President : Sri Prasad Ranjan Roy.

Vice-Presidents (Two) : Sri Prabir Ranjan Dasgupta and Sri Subrata Dasgupta.

Secretary : Sri Prasun Ganguly.

Asst. Secretaries (Two) : Sm. Sreelata Gupta and Sm. Rita Biswas.

Treasurer : Sri Aniruddha Rakshit.

Ordinary Members of the Governing Body (Eleven) : Sm. Anjali Sen, Sm. Chandra Basu, Sri Gautam Sen Gupta, Sm. Nayantara Palchaudhuri, Dr. Rajyasree Bandyopadhyay, Sm. Shukla Das Gupta, Sm. Sunanda (Ratna) Roy Choudhury, Sm. Sunandita Sengupta, Sri Sandip Basu, Sri Anupam Chatterjee (Dodo) and Sm. Anjana Guha.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.